# KHABOR SOJASUJI
# খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 02 ● Bardhaman ● 30 June 2026 ● Rs. 2.00 ( Four Pages )


## এক নজরে

● তৃণমূলের এখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে ২১ জুলাইয়ের আগেই কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে মমতাপন্থী তৃণমূল, এমনটাই পূর্বাভাস।

● সংখ্যার জোরে ঋতব্রতপন্থীরা বিধানসভায় যতই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করুক না কেন খাতায় কলমে মমতা ব্যানার্জি'ই এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের দলীয় সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত চেয়ারপারসন,তাকে সরানো এত সহজ নয়।

● রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না।কখন যে পাশা উল্টে যাবে কেউ বলতে পারে না।জনতা জনার্দনের রায়ই শেষ কথা।

● কোনো ভেদাভেদ নয়,চালু হোক এক দেশ এক আইন।

● যে সব স্কুলের মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইস্কনকে দেওয়া হবে সে সব স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের কি হবে ? এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

● আইডেন্টিটি কার্ড ,নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এবং কাজের স্থায়ী করণের দাবিতে ধনেখালি বাসস্ট্যান্ড থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল ধনেখালি ব্লক এলাকার ১৮ টি পঞ্চায়েতের আইটিসিআরপি'দের নীরব প্রতিবাদ মিছিল ও ডেপুটেশন।

● উচ্চ মাধ্যমিক তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করল সংসদ। পরীক্ষা শুরু ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

● শুধু কলকাতা নয়,মিড ডে মিলের দায়িত্ব থেকে রাজ্যের সব স্কুলগুলোকে অব্যহতি দিয়ে আমিষ-নিরামিষ বাছবিচার করবে না এমন কোনো সংস্থার হাতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব তুলে দিক সরকার।

● ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়া হলে মিড ডে মিলে ছাত্রদের রোজই তো নিরামিষ খেতে হবে,পাতে তো একদিনও ডিম পড়বে না।রোজই নিরামিষ খাবার ছাত্ররা কি পছন্দ করবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● পাসপোর্ট কেবলমাত্র ট্রাভেল ডকুমেন্ট,নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডও নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।তাহলে নাগরিকত্বের প্রমাণ কি? উঠছে প্রশ্ন।

● ভাগ হচ্ছে হুগলি।নতুন জেলা হচ্ছে আরামবাগ।তারকেশ্বর, হরিপাল কোন্ দিকে থাকবে, হুগলির সঙ্গে না আরামবাগের সঙ্গে ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক সাধারণ মানুষের মধ্যে।

(এরপর চারের পাতায়)

## কর্ণাটক থেকে গ্রেফতার তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন - গ্রেফতার তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়।আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি এবং বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে রাখার অভিযোগে রামেন্দু সিংহরায় সহ দিব্যেন্দু বেরা নামে তার এক সহযোগীকে কর্ণাটকের বেলগাঁও থেকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১১ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সুযোগ নিয়ে ধনেখালির কোটালপুর এলাকায় অবস্থিত রামেন্দু সিংহরায়ের 'কোটালপুর বিদ্যাসাগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ' থেকে বেআইনিভাবে মজুত সরকারি ত্রাণ

(এরপর চারের পাতায়)

## পান্ডুয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্কারের নামে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা - পান্ডুয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্কারের নামে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ।ক্ষোভে ফুঁসছেন

দাবিতে পান্ডুয়ার মন্ডলাইগ্রামে শিল্পা নন্দী সহ তৃণমূল নেতা নেত্রীদের নামে ইতিমধ্যেই পড়েছে পোস্টার। ৩২ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করে দাতব্য চিকিৎসালয়টি সংস্কারের নামে কেবলমাত্র কিছুটা অংশ প্লাস্টার এবং রঙ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।ইলেকট্রিকের কাজ এখনও বাকি।এ যেন পুকুর চুরি।সংস্কারের নামে

(এরপর চারের পাতায়)

এলাকার মানুষজন।লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার হওয়া দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়টি চালু করার দাবিতে সরব এলাকারবাসী।হুগলি জেলা পরিষদ পরিচালিত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার হওয়া বন্ধ দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান টাউন হলে ২০ জুন সন্ধ্যায় যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস।উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক শ্বেতা আগরওয়াল,জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## ধনেখালির ডব্লিউডিও'র বিরুদ্ধে অভব্য আচরণ সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি বিডিও অফিসের ডব্লিউডিও মিঠু চক্রবর্তী'র বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ আইটিসিআরপি মহিলাদের সঙ্গে।আইডেন্টিটি কার্ড ,নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এবং কাজের স্থায়ী করণের দাবিতে ধনেখালি ব্লক এলাকার ১৮ টি পঞ্চায়েতের আইটিসিআরপি মহিলারা শান্তিপূর্ণ ভাবে বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন ধনেখালি বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দিতে।বিডিও সাহেব না থাকায় তারা ডব্লিউডিও'র সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলে তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয় ডব্লিউডিও'র পাশের একটি

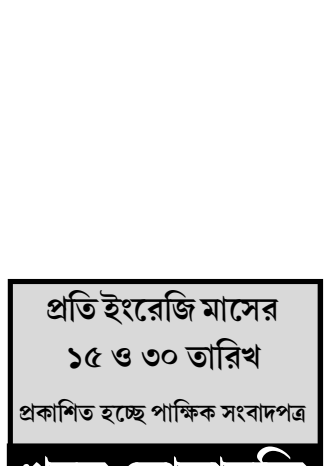

রুমে।এক ঘন্টা তাদের বসিয়ে রাখার পরও যখন ডব্লিউডিও তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি তখন তারা রুম থেকে বেরিয়ে এসে তাদের দাবির সপক্ষে স্লোগান দিলে ডব্লিউডিও মিঠু চক্রবর্তী তাদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ।যদিও পরবর্তীতে তাদের ডেপুটেশন ডব্লিউডিও গ্রহণ করেন বলে আইটিসিআরপি সূত্রে জানা গেছে।ঘটনা পরম্পরা যাই হোক না কেন,অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের এহেন আচরণ মোটেই কাম্য নয়।ডব্লিউডিও'র বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নতুন নয়।এর আগেও তার বিরুদ্ধে সংঘের

(এরপর দুয়ের পাতায়)

## দূষণের কবলে ঘিয়া নদী, সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ গতি

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভয়াবহ দূষণের কবলে ঘিয়া নদী।পাল্টে গেছে নদীর

জলের রঙ,কোথাও কালো,কোথাও লাল।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,গুড়াপের কয়েকটি গেঞ্জি কারখানার দূষিত জল ঘিয়া নদীতে পড়ছে।এর ফলে ঘিয়া নদীর দূষণ বাড়ছে,মার খাচ্ছে চাষ,ক্ষতি হচ্ছে চাষীদের।ঘিয়া নদী গুড়াপ ও ধনেখালি থানার মধ্যে দিয়ে এসে দাদপুর ও সিঙ্গুর থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে।গুড়াপের রোহিয়ার কাছ থেকে শুরু নদী দূষণ।যত সামনের দিকে এগোচ্ছে বাড়ছে দূষণের মাত্রা।সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ হচ্ছে গতি।ঘিয়া নদী দূষণ রোধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক প্রশাসন, গতি ফিরে পাক ঘিয়া নদী,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের কালাড়াঘাট ব্রিজের কাছ থেকে পলেমপুর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা, খানাখন্দে ভরা।বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই।রাস্তা না খাল বোঝা দায়।কোথায় গর্ত,আর কোথায় গর্ত নেই আপনি বুঝতেই পারবেন না।চরম ভোগান্তির শিকার পথ চলতি মানুষজন।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় সড় দুর্ঘটনা।অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 02 ● 30 June, 2026

## অমানবিকতা

নদীর বাঁধে,রেল লাইনের ধারে,বিপিআর লাইনে কেউ শখ করে বসবাস করে না।গরিব অসহায় মানুষগুলোর নিজস্ব জায়গা না থাকার কারণে বাধ্য হয়ে নদীর বাঁধে,রেল লাইনের ধারে কিংবা বিপিআর লাইনে বসবাস করে।প্রয়োজন পড়লে সরকার সেই সব জায়গা খালি করতেই পারে।কিন্তু গরীব মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করার আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব।অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান মানুষের প্রাথমিক চাহিদা।আর এই চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব সরকারের।স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বেকার।অনেক গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ নেই,দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থান করতে পারে না,ভিক্ষা বৃত্তি করে তাদের দিন যাপন করতে হয়।এ তো বড় লজ্জার।সরকার যদি তাদের অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারে,তাহলে সেটা তো সরকারের ব্যর্থতা।মানুষ ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচিত করেছে দু'বেলা দু'মুঠো ভালো ভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে বলে।এখন সরকার যদি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে মাথার ছাদ কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসায়,তাদের পেটে লাথি মারে,সেটা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।এটা কখনোই একটা মানবিক সরকারের কাজ হতে পারে না।মানবিক সরকারের এরকম অমানবিক মুখ কেন? উন্নয়নের প্রয়োজনে যদি গরিব গুর্বো মানুষগুলোকে নদীর বাঁধ,বিপিআর লাইন,রেল লাইনের ধার,রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদ করতেই হয়,তাহলে উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে মানবিক দায়িত্ব পালন করুন।তবেই তো বাস্তবে রূপ পাবে 'সবকা সাথ,সবকা বিকাশ,সবকা বিশ্বাস' স্লোগান।

## ক্ষুদ্র সংবাদ পত্রের পাশে দাঁড়াক সরকার

সংবাদ পত্র হল সমাজের দর্পণ।গ্রাম বাংলার মানুষের অভাব অভিযোগ বেশি বেশি করে প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক সংবাদ পত্রগুলো।কিন্তু জেলার ছোট পত্রিকা বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আজ ও বঞ্চিত।পত্রিকাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন সেভাবে পাওয়া যায় না।অর্থাভাবে ধুঁকছে পত্রিকাগুলি।অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডের ক্ষেত্রেও আছে বৈষম্য।সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা পিছু দেওয়া হয় মাত্র একটি অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড।সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক সংবাদ পত্র সহ লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা।ভারত সরকার স্বীকৃত গ্রাম বাংলার ছোট ছোট পত্রিকা গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার।অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড,বিজ্ঞাপন এবং পুজো বোনাসের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হোক।সকল সাংবাদিককে দেওয়া হোক আয়ুষ্মান ভারত কার্ড।শুধু সরকারি বাস নয়,ট্রেনেও সাংবাদিকদের ছাড়ের ব্যবস্থা করা হোক।

# বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় - বিজ্ঞান,দেশপ্রেম ও মানবতার অনন্য প্রতীক

**বটু কৃষ্ণ হালদার**

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ,শিল্পোদ্যোক্তা ও সমাজসংস্কারক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি. সি. রায়) শুধু একজন বিজ্ঞানী নন,তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা ও স্বদেশি শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ।তাঁর গবেষণা, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে তাঁর জন্ম।পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষানুরাগী জমিদার এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী।শৈশবে অসুস্থতার কারণে পড়াশোনায় বাধা এলেও বাবার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বই পড়ে তাঁর জ্ঞানপিপাসা আরও গভীর হয়।

হেয়ার স্কুল,অ্যালবার্ট স্কুল, মেট্রোপলিটন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শেষে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে গবেষণার মাধ্যমে ডি.এসসি. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তাঁর গবেষণাপত্রের জন্য 'হোপ প্রাইজ' লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি India Before and After the Sepoy Mutiny গ্রন্থ রচনা করে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

১৮৮৮ সালে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য ছাত্রকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন।তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাফল্য ছিল ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) আবিষ্কার, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। তিনি বহু নতুন যৌগ ও গবেষণাপত্রের মাধ্যমে রসায়ন বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ থাকেননি।স্বদেশি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে মাত্র ৮০০ টাকা মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, যা ভারতীয় শিল্পায়নের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।তাঁর বিশ্বাস ছিল - শুধু চাকরির মানসিকতা নয়, শিল্প ও উদ্যোগের মাধ্যমেই জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য।তিনি হরিশচন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, বাগেরহাটের পি.সি. কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং সমবায় আন্দোলনের প্রসারে নিজ জন্মভূমিতে একটি সমবায় ব্যাংক গড়ে তোলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে বহু বিশ্বমানের বিজ্ঞানী তৈরি হয়।তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার মানুষ।ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে নয়, তিনি মানুষের যোগ্যতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।তাঁর ছাত্র ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রাপ্য প্রথম শ্রেণি দিতে তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক চাপের কাছে মাথা নত করেননি। এই ঘটনাই তাঁর উদার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নথিতে তাঁকে অনেক সময় 'বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে বিপ্লবী' বলা হতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন এবং বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ''বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।"

তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে।সাধারণ ধুতি, গামছা, অল্প খাবার এবং স্বল্প প্রয়োজনেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন।নিজের জন্য সামান্য খরচ করলেও মানুষের কল্যাণে অকাতরে দান করেছেন। ছাত্রদের সাহায্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং সমাজসেবায় তিনি ছিলেন উদারহস্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে কবিগুরু তাঁকে সম্মান জানিয়ে লিখেছিলেন, তপ্রেম রসায়নে ওগো সর্বজনপ্রিয়/করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।দ বিজ্ঞানী হলেও তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন।ক্লাসে বাংলা ভাষায় পড়াতে ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা আরও সহজ ও ফলপ্রসূ।তাঁর বিখ্যাত উক্তি,তসর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে" - আজও শিক্ষকদের জন্য অনুপ্রেরণা।তিনি কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কঠোর সমালোচক ছিলেন।তাঁর মতে, যুক্তি ও বিজ্ঞান ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। বাঙালির মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার গ্রন্থে তিনি সমাজের নানা অযৌক্তিক প্রথার সমালোচনা করে যুক্তিবাদী চিন্তার আহ্বান জানান।শাস্ত্রকে অন্ধভাবে নয়, যুক্তির আলোকে বিচার করার পক্ষেই তিনি ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য; History of Hindu Chemistry, India Before and After the Sepoy Mutiny, বাঙালির মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার এবং অসংখ্য গবেষণাপত্র। ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনন্য।

১৯১১ সালে তিনি সি.আই.ই. উপাধি এবং ১৯১৯ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন।এছাড়া ডারহাম, ঢাকা, মহীশূর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে।তবে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল - তিনি একজন শিক্ষক, একজন বিজ্ঞানী এবং একজন দেশপ্রেমিক।

১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ৮৩ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানচর্চা, ছাত্রদের উৎসাহদান এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।আজকের প্রজন্মের কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে শুধু একজন রসায়নবিদ হিসেবে নয়, একজন স্বদেশপ্রেমিক, শিল্পোদ্যোক্তা,মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী চিন্তক এবং আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তুলে ধরা প্রয়োজন।তাঁর জীবন আমাদের শেখায় - জ্ঞান, বিজ্ঞান,দেশপ্রেম ও মানবিকতার সমন্বয়েই একটি জাতির প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব।তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করি - যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং স্বনির্ভরতার আদর্শকে জীবনে ধারণ করব।এটাই হবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

(প্রথম পাতার পর)

## ডব্লিউডিও'র বিরুদ্ধে অভব্য

কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।তাকে গোঘাটে ট্রান্সফার করার জন্য সরকারি অর্ডারও বেরিয়েছিল গত ২৯ আগষ্ট, ২০২৫,মেমো নং 666/DMMU/HOOGHLY.কিন্তু প্রায় ১০ মাস পার হতে চললো,এখনও পর্যন্ত তিনি গোঘাটে ট্রান্সফার হননি, কোনো এক অদৃশ্য কারণে ধনেখালি ব্লকেই তিনি বহাল আছেন বলে অভিযোগ।প্রায় ১০ মাস আগে ট্রান্সফার অর্ডার বের হলেও কার অঙ্গুলিহেলনে কিভাবে তিনি এখনও ধনেখালি ব্লকেই কর্মরত আছেন,এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।শুধু স্কুল ড্রেস থেকে কমিশন নয়,গোষ্ঠীর মেয়েদের মিটিংয়ের টিফিনের টাকা থেকেও কমিশন নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ধনেখালির ডব্লিউডিও এবং তার সহযোগীর বিরুদ্ধে।স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং দুর্নীতির চক্র ভাঙতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক জেলা এবং ব্লক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।এ বিষয়ে ধনেখালির বিডিও সাহেবকে ফোনে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান,''এটা কখনোই কাম্য নয়।অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে একজন সরকারি আধিকারিকের এহেন আচরণ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।বাকি সমস্ত অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

## সাপ লুডো

**সিদ্ধেশ্বর দত্ত**

কপাল- ললাট চওড়া হলে
কেউ চড়ে মই সুখে,
ঘুঁটির দানে কেউ বা ফাঁসে
পড়লে সাপের মুখে !
সাপ-মই এই লুডো খেলায়
হরেক মজা ক্লেশ
উঠছে যা রব, ঘটছে যা সব
হচ্ছে মালুম বেশ !
ওস্তাদ যে খেলুড়ে, সে
করলো 'ম্যানেজ' ঘুঁটি -
ছাঁকনি জালে পড়ছে ধরা
শুধুই চুনোপুঁটি !
খুঁটির জোরে ঘুঁটির দানে
হেরেও সুখে কেউ
রাঘব বোয়াল দিব্যি বহাল,
লাগছে না তো ফেউ !
আজো বিলাসবহুল জীবন,
কেউ ছোঁয় না টিকি -
ছক্কা পুট-এ সাপের মুখে
আধুলি আর সিকি !!

# ঘুমের সাথে বার্ধক্যের সম্পর্ক

**বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী**

সম্প্রতি বড় আকারের এক গবেষণায় নির্ধারিত হলো ঘুমের সঠিক সময়ের পরিমাণ।গবেষণায় জানা যায় যারা প্রতিদিন প্রায় ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমায় তাদের শারীরিক সুস্থতার হার অপেক্ষাকৃত ভালো।পাঁচ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্কের ঘুমের মোট সময় এবং বার্ধক্যের লক্ষণগুলোর ওপর পরিচালিত একটি বিশদ ডাটাবেস তৈরি ও বিশ্লেষণ ঘুমের এমন একটি 'আদর্শ মাত্রা' চিহ্নিত করেছে।তাই প্রতিদিন প্রায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম বয়স্ক লোকেদের খুব দরকার যা অকালমৃত্যু ও রোগের ঝুঁকি কমায়।এই নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম বা বেশি ঘুমান বার্ধক্যকে এগিয়ে আনতে পারে।আর এই বার্ধক্যের গতি পরিমাপ করা হয়েছে প্রায় দুই ডজন ভিন্ন ভিন্ন জৈবিক 'বার্ধক্য-ঘড়ির' (biological ageing clocks) সূচকের সাহায্যে, যার লক্ষ্য হলো শরীরের ওপর বার্ধক্যের প্রভাব মূল্যায়ন করা।প্রতিদিন মোটামুটি অন্তত ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমান মানুষ দীর্ঘায়ুর সঙ্গে যুক্ত।আগেকার গবেষণায় ঘুমের সময়কাল এবং একজন ব্যক্তির 'জৈবিক' বয়সের মধ্যে সম্পর্কও পরীক্ষা করা হয়, যা বায়োমার্কার স্তরের মতো তথ্যের উপর ভিত্তি করে জৈব ঘড়ির মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।এই ধরনের একটি গবেষণায় ঘুম এবং বার্ধক্যের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া গেছে,যেখানে একজন ব্যক্তির জৈবিক বয়স এবং তার কালানুক্রমিক বয়সের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে কম ছিল, যারা দিনে অন্তত প্রায় ৭ ঘন্টা ঘুমাতেন।আবার যারা এর চেয়ে অনেক বেশি বা কম ঘুমাতেন,তাদের মধ্যে বার্ধক্য বাড়তে দেখা গেছে।মস্তিষ্কে মানসিক চাপের কারণে রাতে কম ঘুম হয়।নিউ ইয়র্ক সিটির কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কম্পিউটেশনাল নিউরোসায়েন্টিস্ট জুনহাও ওয়েন যে সব লোকের রাতে খুব কম ঘুম হয় ও প্রায়শই ঘুম থেকে রাতে জেগে ওঠেন তাদের উপর তিনি ঘুমের সময়কালের প্রভাব সম্পর্কে আরও গবেষণা করেন।ওয়েন এবং তার সহকর্মীরা ইউকে বায়ো ব্যাংকের সাহায্য নেন, যা ৫০০,০০০-এরও বেশি মানুষের উপর পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা। এতে জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্নাবলী,মস্তিষ্কের স্ক্যান এবং রক্তের নমুনার মতো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল।দলটি অস্বাভাবিক ঘুমের ধরণগুলির সাথে জিনগত সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে খুব কমই এরকম সম্পর্ক খুঁজে পান।ওয়েন জানান ঘুমের বিষয়টি হয়তো পরিবেশগতভাবেই বেশি জড়িত,তবে এটি পরিবর্তনযোগ্য।ক্ষুদ্র গবেষণা থেকে জানা গেছে যে জৈবিক বার্ধক্য ঘড়ি ব্যবহার করা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ আলাদা হারে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হতে পারে।ওয়েন এবং তার সহকর্মীরা ঘুমের সময়কাল এবং এই ধরনের ২৩টি ঘড়ির মধ্যে সম্পর্ক জানার চেষ্টা করেন যা থেকে ১৭টি অঙ্গের বার্ধক্য জানা যায়।এই ঘড়িগুলো বিশেষ মাত্রার প্রোটিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।দেখা গেছে যেমন হৃৎপিণ্ডে কোষে প্রোটিনের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ঘড়ি অনুসারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ঘুমের সময়কাল ছিল ছয় ঘণ্টা। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে, একটি প্রোটিন-ভিত্তিক ঘড়ি থেকে জানা যায় যে আট ঘণ্টার ঘুম সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঘুমের সময়ের ফারাক ছিল।সামগ্রিকভাবে যারা প্রতিদিন প্রায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমাতেন তাদের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যের ফলাফল ভালো ছিল এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও বিষণ্ণতার মতো রোগের হার কম ছিল তুলনায় যারা এর চেয়ে বেশি বা কম ঘুমায়।কিন্তু বিজ্ঞানী ওয়েন সতর্ক করে দেন যে, এই বিশ্লেষণটি মূলত যুক্তরাজ্যের বায়ো ব্যাংকের অংশগ্রহণকারীদের ওপর করা হয়েছে।তবে এর ফলাফল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।গবেষকদের এই তথ্য ও কার্যকারণ সম্পর্ককে পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করতেও ব্যবহার করা যাবে না।এখন কথা হচ্ছে ঘুমের সময়কাল কি অংশগ্রহণকারীদের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে,নাকি বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য তাদের ঘুমকে প্রভাবিত করেছে ? তিনি জানান, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি,এটি দ্বিমুখী।'

# ধনেখালি,জামালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার একাধিক স্কুলের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ

নিজস্বপ্রতিবেদন - ধনেখালি,জামালপুর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক স্কুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ আসছে।কোথাও মিড ডে মিলের মান খারাপ,সপ্তাহে একদিন ডিম,মাছ মাংসের দেখা মেলে না।যতজন ছেলে মেয়ে মিড ডে মিল খায় তার থেকে অনেক বেশি খাতায় দেখানো হয় বলে অভিযোগ।আবার কোথাও পড়াশোনার খুব মান খারাপ, অনেক টিচার ক্লাসে গিয়ে মোবাইল ঘাঁটেন বলে অভিযোগ।অনেক টিচার ক্লাসে ঠিক মতো পড়ান না,এসে দু'একটা কাজ দিয়ে বসে থাকেন।চক ডাস্টার নিয়ে বোর্ডে লেখার চল তো উঠতে বসেছে।ক্লাসে যাবার আগে বই পড়া তো প্রায় উঠেই গেছে,সব মোবাইল দেখতে ব্যস্ত।স্কুল পড়ুয়াদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে স্কুলের ক্লাস রুটিনে লাইব্রেরী ক্লাস থাকলেও বেশ কিছু স্কুলে লাইব্রেরী ক্লাস ঠিকমতো হয় না বলে অভিযোগ।পরীক্ষার খাতা দেখাতেও অনেক স্কুল গড়িমসি করে বলে অভিযোগ।স্কুলে ছুটির ঘন্টা বাজার আগেই বাড়ি যাবার জন্য ব্যাগপত্র গুছিয়ে অনেকে রেডি থাকেন বলেও অভিযোগ।স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনেকেই প্রাইভেট টিউশন পড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ।আমাদের দপ্তরে তাদের নাম ঠিকানাও আসছে।শারীর শিক্ষার ক্লাস থাকলেও শরীরচর্চা হয় না, খেলাধুলা তো প্রায় উঠেই গেছে।বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগে দু'একদিন প্র্যাকটিস করানো হয় বলে অভিযোগ।শুধু হাইস্কুল নয়, প্রাইমারি স্কুলগুলোরও একই অবস্থা।স্কুলে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে দেখার জন্য স্কুল পরিদর্শকরা এখন তো স্কুলেই আসেন না,অফিসেই বসে থাকেন,মাঝে মধ্যে মিড ডে মিলের খাতা দেখার জন্য কেউ কেউ আসেন।স্কুল পরিদর্শকরাই এখন স্কুলের প্রশাসক হলেও স্কুলে তাদের পা পরে না,স্কুলের স্টাফদের খাতা নিয়ে যেতে হয় এসআই অফিসে সই করাতে।এভাবেই চলছে স্কুলগুলো।অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত টিচার নেই,গ্রুপ ডি স্টাফ নেই।সরকারের এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।স্কুলের মিড ডে মিলের খাতা দেখলেই হবে না,স্কুলে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে স্কুল পরিদর্শকদের।মাঝে মধ্যেই সারপ্রাইজ ভিসিট করা প্রয়োজন।সচেতন হতে হবে গার্জেনদের।ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা কেমন করছে সে বিষয়ে মাঝে মধ্যে স্কুলে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে।মনে রাখবেন,স্কুল জাতীয় সম্পদ,আমার আপনার সবার।যে সব স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তারা যদি সচেতন না হোন তাহলে খুব শীঘ্রই আমরা স্কুলের নাম দিয়ে নিউজ করে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা করবো।আসি যাই মাইনে পাই এ নীতি নিয়ে যারা চলছেন তাদের নামও প্রকাশ্যে আনা হবে,পরের ছেলে পরমানন্দ যত উচ্ছন্নে যাবে তত আনন্দ এ নীতি চলবে না।কোনো স্কুলের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, কিন্তু পড়াশোনার মান এবং অন্যায়ের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই।কোনো স্কুলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা থাকলে তা আমরা প্রকাশ করবো।

# অবহেলাম অনাদরে খানপুর মৎস্য বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর মৎস্য বাজার উদ্বোধনের পর থেকেই অবহেলায় অনাদরে পড়ে আছে।২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত মৎস্য বাজারের করুণ দশা,দেখভালের অভাবে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ।তৃণমূল জামানায় ২০১৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি খানপুর মৎস্য বাজারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।কিন্তু উদ্বোধনের পর দু'চার দিন ওখানে খুচরো মাছের বাজার বসলেও পরে ওখান থেকে সরে রাস্তার ধারে চলে আসে খুচরো মাছ বিক্রেতারা।যদিও প্রতিদিন সকালে মৎস্য বাজারের বাইরে বসে পাইকারি মাছের বাজার।দু'চারজন আড়তদার দু'একটি ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছেন বলেও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে।মৎস্য বাজারটি উদ্বোধনের পর থেকেই ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির

নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বিগত ছ'সাত মাস পঞ্চায়েত সমিতির মৌখিক নির্দেশ অনুসারে মৎস্য বাজারটি পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ করছে বলে জানা গেছে। যদিও মৎস্য বাজারটি দেখভালের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা পঞ্চায়েত থেকে কোনো লোক রাখা হয়নি বলে অভিযোগ।লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত মৎস্য বাজারটি যথাযথ ভাবে ব্যবহার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

# অবৈধভাবে মাটি ফেলে ডিভিসি'র খাল ভরাটের অভিযোগ ধনেখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন - বর্ষা তো এসে গেল।ধনেখালি থানার ঘনরাজপুর এলাকায় বেআইনিভাবে ভরাট করা ডিভিসি'র খাল থেকে এখনও তো মাটি সরলো না ? মাটি সরবে কবে ? ধনেখালির ঘনরাজপুরে বেআইনিভাবে ডিভিসি'র খাল ভরাটের অভিযোগ ওঠার পর লোক দেখানো মাপজোক, পরিদর্শন তো অনেক হল,কাজের কাজ তো কিছুই হল না।মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়া ডিভিসি'র খালকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে ব্লক প্রশাসন এবং ডিভিসি,কারো কোনো

হেলদোল নেই,সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছে।মাটি সরাবে কে ? ব্লক প্রশাসন, না ডিভিসি ? চলছে দায় ঠেলাঠেলি।দায় ঠেলাঠেলি বন্ধ করে অবিলম্বে বেআইনিভাবে বুজিয়ে ফেলা ডিভিসি'র খাল থেকে মাটি তুলে ফেলার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

# ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে রাজ্যে এখন ভয় আউট,ভরসা ইন

নিজস্ব প্রতিবেদন - দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ভরসা তো আমাদের রাখতেই হবে।এখনও তো দু'মাস হয়নি সরকারটা এসেছে।সময় তো একটু দিতেই হবে,তাই না ? পনেরো বছরের দুর্নীতির আখড়া কি এত সহজে ভাঙা যায় ? সময় তো একটু লাগবেই,আর মানুষ সময় দিতেও প্রস্তুত।তবে শুধু চুনোপুটি ধরলে হবে না,মাথাদেরও ধরতেহবে।রং পাল্টে যেন কেউ ছাড় না পায়,সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতা নেত্রীদের জেলের ভাত খাওয়ালে হবে না,স্বচ্ছ

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সরকারি আধিকারিকদেরও চিহ্নিত করে জেলের ঘানি টানানোর ব্যবস্থা করুক শুভেন্দু অধিকারী'র নেতৃত্বাধীন রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার,চাইছেন রাজ্যের আপামর জনগণ।

# আগস্টেই বিধানসভায় আসছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল,ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

অরিজিত চক্রবর্তী - পশ্চিমবঙ্গে আগামী আগস্ট মাসেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) বিল বিধানসভায় আনা হবে।সোমবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তিনি জানান,আগামী ২ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য তোলা হবে।এরপর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আগস্টেই বিধানসভায় বিলটি পেশ ও পাশ করানোর লক্ষ্য নিয়েছে সরকার।বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে ইউসিসি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণেই সরকার এগোচ্ছে।তাঁর কথায়,তআমরা কমিটেড।সংকল্পপত্রে লিখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর করব।সেই প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করব।দ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,এক দেশ, এক প্রধান,এক বিধান,এক নিশান - এই আদর্শ থেকেই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করেন,ধর্ম ভিত্তিক পৃথক ব্যক্তিগত আইন নয়,রাজ্যে একটি অভিন্ন আইনই কার্যকর হবে।তবে প্রস্তাবিত আইনে তফসিলি জনজাতি, মূলবাসী,আদিবাসী, কুড়মি-সহ প্রাচীন জনজাতিগুলিকে ইউসিসির আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান,উত্তরাখণ্ড ও গুজরাটের মডেল অনুসরণ করেই এই বিল তৈরি করা হচ্ছে।পাশাপাশি অসমের ইউসিসি বিলের বিভিন্ন দিকও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হচ্ছে।কমিটিতে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক, আইন বিশেষজ্ঞ,শিক্ষাবিদ,সমাজকর্মী এবং সাধারণ প্রশাসন দফতরের অতিরিক্ত সচিব, যিনি সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান,রাজ্যে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন যেমন বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ,ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার,দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক সংক্রান্ত আইনি বিধান - সবকিছুই খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।বিষয়ভিত্তিক একাধিক দিক পর্যালোচনা করে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,'আগস্ট মাসেই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল বিধানসভায় আনব এবং পশ্চিমবঙ্গে তা কার্যকর করব।'একই সঙ্গে বিরোধী দল ও বিভিন্ন অংশীজনকে কমিটির কাছে লিখিত মতামত ও আপত্তি জানানোর আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন,'আমরা ইউসিসি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর।পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হবে,হবে,হবে।'

# ওসি'র চেয়ারে বিধায়ক !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ওসি'র চেয়ারে বিধায়ক ! এ কোন্ সংস্কৃতি ? মুর্শিদাবাদের সাগড়পাড়া থানায় ওসি'র চেয়ারে বসে আছেন বিজেপি বিধায়ক বিতর্ক।এটাই কি নিরপেক্ষ প্রশাসনের নমুনা ?উঠছে প্রশ্ন।যদিও গৌরীশঙ্করবাবুর দাবি,ওটা ওসির চেয়ার নয়।ওটা ওসির চেয়ার প্রমাণ করতে পারলে পদত্যাগ

ছবি - সমাজ মাধ্যম

তথা রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ, অভিযোগ।ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি।ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল করবেন বলেও জানান তিনি।প্রমাণ করতে না পারলে যারা ছবি প্রকাশ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

# অভিযোগের পাহাড় ধনেখালি বিএলআরও অফিসের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভুরি ভুরি অভিযোগ ধনেখালি বিএলআরও অফিসের বিরুদ্ধে।অভিযোগ,ধনেখালি বিএলআরও অফিস যেন ঘুঘুর বাসা, দুর্নীতির আখড়া।টাকা দিলে 'হ্যাঁ'কে 'না' আর 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে এরা ওস্তাদ।আপনার সম্পত্তি কখন যে অন্যের নামে হয়ে যাবে আপনি বুঝতেই পারবেন না।বেআইনিভাবে মাটি কাটাই হোক কিংবা অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করে নির্মাণ কাজই হোক,সবেরই মদতদাতা বিএলআরও অফিসের

কর্মকর্তারা,অভিযোগ।প্রচন্ড ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।ঘুঘুর বাসা ভাঙতে অবিলম্বে ধনেখালি বিএলআরও অফিসের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার,চাইছেন এলাকার ভুক্তভোগী মানুষজন।

# রেশন কার্ডের ঝাড়াই বাছাই না করেই শুরু হল আয়ুষ্মান কার্ড দেবার প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন - রেশন কার্ডের ঝাড়াই বাছাই না করেই শুরু হয়ে গেল আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া।তৃণমূল আমলে অনেক স্বচ্ছল পরিবার AAY/PHH/SPHH রেশন কার্ড পেয়েছে বলে অভিযোগ।সরকারি চাকরিজীবি ব্যক্তিরও আছে PHH/SPHH রেশন কার্ড,অভিযোগ।অথচ অনেক গরিব মানুষ পায়নি AAY/SPHH/PHH রেশন কার্ড,তাদের দেওয়া হয়েছে RKSY 1/RKSY2 রেশন কার্ড,অভিযোগ। আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেবার আগে প্রয়োজন ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করা,প্রকৃত গরীব মানুষের হাতে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ভর্তুকিযুক্ত AAY/SPHH/PHH কার্ড আছে কিনা দেখা।কিন্তু তা না করেই পুরোনো লিস্ট ধরে শুরু হয়ে গেল আয়ুষ্মান কার্ড দেবার প্রক্রিয়া।এর ফলে বঞ্চিত হবে অনেক প্রকৃত গরীব মানুষ,অনেক স্বচ্ছল পরিবারের হাতে আসবে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড,যা কখনোই কাম্য নয়।রেশন কার্ডে স্বচ্ছতা আনতে এবং অধিকাংশ মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আনতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার, চাইছেন গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ গরীব মধ্যবিত্ত মানুষজন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি পুলিশের।দাপুটে তৃণমূল নেতার কোমরে পড়লো দড়ি।তোলাবাজি সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে রায়নার দাপুটে তৃণমূল নেতা কলিমুদ্দিন ওরফে বাপ্পাকে গ্রেফতার করল মাধবডিহি থানার পুলিশ।

# ধনেখালিতে রুদ্ধ ঝিমকি নদীর গতিপথ !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধনেখালি পুরোনো বাজারে পিচ রাস্তার পাশে ব্রিজের কাছে এবং মদনমোহন তলা মাছের বাজারে ১৭ নং রাস্তার পাশে ব্রিজের কাছে ঝিমকি নদীতে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা।স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার,ভাড়াটিয়া এবং হোটেল কর্মীরা নদীতে আবর্জনা ফেলে নদীটিকে যেন ভ্যাট বানিয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ।আবর্জনা ফেলার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ।নোংরা আবর্জনা ফেলার ফলে নদীর জল পুরো কালো হয়ে গেছে।চতুর্দিকে পচা দুর্গন্ধ।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।অবিলম্বে নদী থেকে আবর্জনা তুলে

প্রিপেইড স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে খানপুরেও পড়লো পোস্টার।

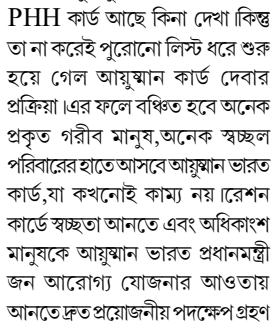

ফেলে ঝিমকি নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে দিক প্রশাসন,বন্ধ হোক ঝিমকি নদীতে আবর্জনা ফেলা,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

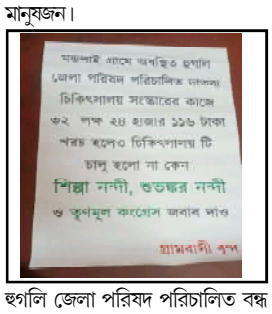


হুগলি জেলা পরিষদ পরিচালিত বন্ধ দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার দাবিতে পাণ্ডুয়ার মন্ডলাই গ্রামে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের নামে পড়লো পোস্টার। দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্কারের নামে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রেড রোডে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি - সমাজ মাধ্যমে।

# বেলমুড়ি বৈদিক যোগাশ্রমের উদ্যোগে যোগ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন - আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১ জুন রবিবার ধনেখালি ব্লকের বেলমুড়ি বৈদিক যোগাশ্রমের উদ্যোগে ওয়াইসিবি যোগ প্রশিক্ষক তন্দ্রিকা বসুরায় রাঠির নেতৃত্বে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বেলমুড়ি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল যোগ সচেতনতা শিবির।শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে ধনেখালি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১১২ জন শিশু

অংশগ্রহণ করেছিল।এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ধনেখালি ব্লক এলাকার বিশিষ্ট যোগগুরুদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।উপস্থিত ছিলেন পান্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার,দাদপুর থানার ওসি সন্তোষ তালুকদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সদিচ্ছা থাকলে পুলিশ সব পারে।ডিম থেরাপির মতো অসভ্যতামি রুখে দিলেন ডানকুনি থানার আইসি শান্তনু সরকার।ডানকুনি থানার আইসি পারলেন,কিন্তু অন্যান্যরা পারলেন না।এটা বড় লজ্জার।



ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ধনিয়াখালি থানার ওসি গৌরাঙ্গ দে'কে প্রশংসাপত্র প্রদান করে আজ সম্মানিত করলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি ডাঃ কুনওয়ার ভূষণ সিং।কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহসিকতা ও অসামান্য কর্মদক্ষতার জন্য জেলার আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মীর হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দিয়ে সম্মানিত করেন তিনি।

## পান্ডুয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি, অভিযোগ।অভিযোগের তীর তৃণমূল নেতী শিল্পা নন্দী সহ তার স্বামীর দিকে।ঘটনাকে ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

# এবার ঝাড়াই বাছাই হবে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের,ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন - সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ঝাড়াই বাছাই হবে খুব ভালো কথা।শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি দেখা হবে শারীরিক সক্ষমতাও।রাজনৈতিক সুপারিশে নিয়োগ কিনা তাও যাচাই করাগ্ধ হবে বলে জানা যাচ্ছে।চিন্তায় ঘুম উড়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের।ঝাড়াই বাছাই হোক অসুবিধা নেই,কিন্তু ঝাড়াই বাছাইয়ের নামে কারো পেটে যেন লাথি না পরে।বলা হচ্ছে ছাঁটাই করা হবে না,তাহলে ঝাড়াই বাছাই কিসের জন্য ? ঝাড়াই বাছাইয়ের পর যদি কোনো অসঙ্গতি পাওয়া যায় তাহলে তাদের কি হবে এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই।তাছাড়া নিয়োগের তেরো চোদ্দ বছর পর এখন যদি ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রশ্ন ওঠে সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত ? ঝাড়াই বাছাইয়ের নামে সিভিক ভলেন্টিয়ার,ভিলেজ পুলিশ সহ অন্যান্য কন্টাক্টচুয়াল কর্মীদের কারো পেটে যেন লাথি না পরে,

কেউ যেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার না হয়,কাউকে যেন অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা না হয়, সেদিকটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে।

(প্রথম পাতার পর)

# কর্ণাটক থেকে গ্রেফতার তারকেশ্বরের

সামগ্রী সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছিল বলে অভিযোগ।সেই সময় স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা বিষয়টি টের পেয়ে বাধা দেন।ওই সময় রামেন্দু সিংহরায় বিজেপি কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ।খবর দেওয়া হয় ধনেখালি থানায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছান তারকেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সন্তু পান।স্থানীয় মানুষ,বিধায়ক ও পুলিশের উপস্থিতিতে কলেজের স্টোররুমে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী।উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল সরকারি ত্রিপল,স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডাস্টবিন,কম্বল, ফুটবল, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম,লাঠি, রড এবং সাদা থান কাপড়।ঘটনার পর রাতেই উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।এরপর বিএড কলেজটি সিল করে দেওয়া হয়।পাশাপাশি কলেজের পাশেই থাকা একটি ক্লাব,যা বিধায়ক কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ,সেটিও সিল করে দেয় পুলিশ।এই ঘটনায় ১২ জুন ধনেখালি থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা,আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। 316(5)/ 303(2)/352/61(2)/3(5) BNS এবং 25/27 Arms Act- এর ধারায় রামেন্দু সিংহরায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।ঘটনার পরেই চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ও হরিপদ মালিক নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন রামেন্দু সিংহরায়।কর্ণাটকে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হল না।কর্ণাটকের বেলগাঁও থেকে রামেন্দু সিংহরায় সহ দিব্যেন্দু বেরা নামে অভিযুক্ত তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করে ধনেখালি থানার পুলিশ।বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন।

## এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

● দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বর্ধমান উত্তরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় দাসকে শোকজ করে সাময়িক সময়ের জন্য বরখাস্ত করল বিজেপি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি।

● যাদের গা থেকে এখনও দুর্নীতির গন্ধ যায়নি সেইসব তৃণমূল নেতারা এখন 'ভালো তৃণমূল' সেজে বিজেপিতে ঢোকার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।রং বদলালেই কি দুর্নীতির দাগ ধুয়ে মুছে সাফ ? উঠছে প্রশ্ন।

● মমতা পন্থী তৃণমূল আর ঋতব্রত পন্থী তৃণমূলের মধ্যে যা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে তা দেখে ছি ছি করছে জনগণ।হেরেও এদের লজ্জা নেই,এখনও জোর গলায় কথা বলছে।একদম দু'কান কাটা।

● ''অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট ফোরামে জানান।অসভ্যতা করলে ব্যবস্থা নেব'',ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে মাইকিং করলেন ডানকুনি থানার আইসি শান্তনু সরকার।

● গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সংবাদ মাধ্যম।সংবাদমাধ্যমের কলম ও কণ্ঠস্বর যেন কখনোই শাসক বা কর্পোরেট শক্তির ভয়ে বা লোভে নত না হয়,তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

● ''প্রতিবাদ করবেন সমালোচনা করবেন।নিজের কথা নিজের মতো করে তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন।কোনো রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নত করবেন না'', মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

● ''এটা কোনো দলের কর্মসূচি হতে পারে না যে একটা মানুষকে দেখে আমি পচা ডিম ছুঁড়ে দোব।কিন্তু ছোঁড়া হচ্ছে।এটা পশ্চিমবঙ্গ নয়।এটা আমার চেনা জগৎ নয়।এর বাইরে সকলকে বার করে আনতে হবে'', মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

● দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বিজেপির জামালপুর ১ নং মন্ডল সভাপতি প্রধান পালকে শোকজ করে সাময়িক সময়ের জন্য বরখাস্ত করল বিজেপি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি।

● আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি এবং বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করার অভিযোগে ধৃত তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়।

● বিরোধী দল যখন শাসকের মনোমত হয় তখন জনগণের দাবি উপেক্ষিত হয়।গণতন্ত্রের পক্ষে এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।জো হুজুর মার্কা নয়,শক্তিশালী বিরোধী দলই গণতন্ত্রের ভিত।

● আইসিডিএস সহ সব স্কুলে ইলেকট্রিক কানেকশন, রান্নার জন্য গ্যাস এবং পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● প্রাথমিকে মিড ডে মিলে বরাদ্দ বাড়ালো।ছাত্র পিছু সাড়ে ৬ টাকা ৭৮ পয়সার পরিবর্তে এখন থেকে বরাদ্দ ছাত্র পিছু ১০ টাকা।

● এবার ঝাড়াই বাছাই করা হবে সিভিক ভলেন্টিয়ার,ভিলেজ পুলিশ, অন্যান্য কন্টাক্টচুয়াল এবং বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের, বাজেট পেশের পর জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● বাজেটে বঞ্চিত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর এনএসকিউএফ ভোকেশনাল ট্রেনাররা।তৃণমূল আমলে গত ১৩ বছরে এক টাকাও বাড়েনি বেতন, অভিযোগ।বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটেও তাদের প্রাপ্তি শূন্য।

● তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সামন্তকে প্রকাশ্য দিবালোকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হল রাস্তায়, ছোঁড়া হল ডিম,কান ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করা হল।জনরোষের নামে এসব হচ্ছেটা কী ? রাজনীতিতে এ কোন্ সংস্কৃতির আমদানি হল ? অভিযোগ থাকলে তো পুলিশ প্রশাসন আছে,আইন আদালত আছে, নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি এবং বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করার অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়কে আদালতে নিয়ে যাবার জন্য পুলিশ গাড়িতে তোলার সময় ধনেখালি থানা চত্বরেই তার মাথায় ডিম ফাটালো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা,নাচানাচি করলো পুলিশ গাড়ির সামনে।দাঁড়িয়ে দেখলো পুলিশ ! এ কোন্ সংস্কৃতি ?

● বাজেটে পুরোপুরি বঞ্চিত পঞ্চায়েতের চুক্তি ভিত্তিক কর্মী জিআরএস, ভিএলই এবং এসটিপি'রা।সম কাজে সম বেতন তো দূর অস্ত,এদের নিয়ে একটা কথাও বলা হলো না।

● ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়।ক্ষমতার দম্ভে এমন কাজ করবেন না যার জন্য আপনার বাড়ির লোকের কাছেই আপনি মুখ দেখাতে পারবেন না।মনে রাখবেন,রাজনীতি নীতির লড়াই,পেশী শক্তির নয়।

● ডিম থেরাপির নামে পুলিশের সামনেই যা চলছে তা বন্ধ করতে পুলিশ যদি এক্ষুনি উদ্যোগী না হয় তাহলে আগামী দিনে এটা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে এই মহামারি,যা কখনোই কাম্য নয়।

● পুলিশের সামনেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হচ্ছে ডিম। কোথাও আবার জুতোর মালা পরিয়ে তৃণমূল নেতাদের ঘোরানো হচ্ছে,কান ধরে ওঠবস করানো হচ্ছে।এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ? এটা কি মানবাধিকার লঙঘন নয় ? কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তো আইন আদালত আছে,পুলিশ প্রশাসন আছে।আইনের তোয়াক্কা না করে জনরোষের নামে এভাবে কি কাউকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা যায় ? উঠছে প্রশ্ন।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103